সমকাল

তারিখ 11 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

হোমিওপ্যাথিকে গুরুত্ব দিন

যার নাই কোনো গতি সে খায় হোমিওপ্যাথি। তাচ্ছিল্যভরা সেই বাক্য শুনেছিলাম ছোটবেলায়। দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বাস্তব-জীবনে এসে বুঝতে পারলাম, তাচ্ছিল্য নয়; বাস্তবিকই অন্য প্যাথি যেখানে রোগীর আরোগ্য সাধনে ব্যর্থ, সেখানে অনেক সময় হোমিওপ্যাথিই পারে আরোগ্য সাধনে নতুন জীবন দিতে। এটিই গরিব, মেহনতি মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে। হোমিও চিকিৎসা ২০০ বছরের পুরনো এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ উদ্ভাবনকাল থেকেই এর বিরোধিতা করে আসছিল এবং সুকৌশলে তারা এখনও অপতৎপরতায় লিপ্ত। বাংলাদেশে জেলা সদরের ৪৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে চার বছর মেয়াদি ডিএইচএমএস ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে বাংলাদেশ হোমিও বোর্ড থেকে সনদপ্রাপ্ত হয়ে হোমিও ডাক্তাররা মানবসেবায় নিয়োজিত হন। তা ছাড়া একটি সরকারি ও একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে ডিগ্রি সনদ বা বিএইচএমএস পড়ার সুযোগ রয়েছে। প্রতি বছর শত শত ছাত্রছাত্রী পাস করে বের হলেও সমাজে তাদের জন্য চাকরির কোনো সুযোগ না থাকায় দিন দিন এ পেশায় মেধাবী ছাত্রছাত্রী পড়ালেখায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। কলেজগুলোতে সরকারি সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা নেই। কলেজগুলোর নামমাত্র সরকারি স্বীকৃতি রয়েছে। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হোমিওপ্যাথির জন্য আলাদা বাজেটসহ হোমিও মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর আধুনিকায়নে সরকারের মনোযোগ কামনা করছি।

সৈয়দ মোহাম্মদ ফরিদ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম